১১ই জৈষ্ঠ ১৪১৬বাংলা জাতিয় কবির ১১০তম জন্মদিবস স্মরনে !

হারুন রশীদ আজাদ

আমি কবিকে দেখেছি সর্বোচ্চ সম্মানে ,
রাষ্ট্রীয় অতিথি বেশে ,আমার বাংলাদেশে ।
জাতির পিতার আমন্ত্রনে,এসেছিলেন গণভবণে !
আমিদেখেছি দুজনে হেটেছেন পাশাপাশি ,
গণভবনের দেয়াল ঘেঁষে,গোলাপ ফুটেছিল রাঁশি রাঁশি ,
কবি আর জনক দুজনের মুখে ,দেখেছি মিষ্টি হাসি !

অনেক মানুষের ভীড়ে ,আমরা সকলেই ছিলাম দুরে !
কবি আর জনক ছিল পাশাপাশি ,
কি সে বিরল দৃশ্য ! দুজন শিশু হাসছে মিষ্টি মধুর হাসি !
অবাক করা সেই স্মৃতিদেখেছে দেশবাসি !

বঙ্গবন্ধু কবির হাতধরে পাশাপাশি,
ছোট্ট ছোট্ট পাঁ ফেলে চলছে,
কবি বির বির করে কিযেন বলছে !
একজন জাতির পিতা একজন জাতিয় কবি ,
দুজনেই মিটি মিটি হাসছে !
আজো সে স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছে !

সকালের রৌদ্র উজ্জল ছিল সারাদিন ,
সে দিনটি ছিল ১১ই জৈষ্ঠ কবির জন্মদিন ।

স্বাধীনদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই বঙ্গবন্ধু উপলব্দি করেছিলেন এই বাংলায় সবই আছে ,শুধু নাই আমাদের জাতিয় কবি ,কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন বঙ্গবন্ধু খুঁজেপেতেন বাংলার রুপ ,তেমনি কবি নজরুলের কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙ্গলীজাতির মুক্তির পথ ।খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙ্গলীজাতিয়তাবাদের উৎস শক্তি । স্বাধীনতা লাভেরপর তাই কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় ,সাথে সাথে নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করাহয় কবিকে । এরপর তারজন্য ধানমন্ডিতে একটি বাড়ীও বরাদ্ধ করেন বঙ্গবন্ধু । ধর্মীয় রাজনীতি ভারতকে যেমন বিভক্তকরেছিল তেমনি বাঙ্গলীজাতিও তার শিকার হয়েছিল। বিভক্ত হয়েছে ছিল হাজার হাজার বছরের পুনঃ ভুমি আমাদের বাংলাদেশ ।

তাই বাঙ্গলীজাতিয়তা বাদের প্রবক্তা কবি নজরুলের কবিতায় আমরা খুঁজেপাই জাতিয়তাবাদের উৎস ‘‘অনেক রক্তদিয়েছি আমরা দিব যে আরো এ জীবন পণ আকাশে বাতাসে লেগেছে কাঁপন আয়রে বাঙ্গলী ডেকেছে রণ’’ । কবি নজরুল মাটিও মানুষের কথা বলতেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে তিনি ভালবাসতেন । দখলদার ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন এক অগ্নিকুন্ড ! ধর্মের নামে যারা ভন্ডামি করে সুযোগ নিতে চেষ্টা করতেন তাদের বিরুদ্ধেও কবি ছিলেন অগ্নি মুর্তিরুপি এক জমদুত !কবি তার কাব্যেও ঐ সব বজ্জাতদের বিরুদ্ধে লিখেগেছেন ‘‘রুখ ওরে ঐ ধর্মের নামে বজ্জাতিসব’’৬৫-৭০‘র দিকে পাকিস্তানী মৌলবাদী রা কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করতে থাকে, রবীন্দ্রনাথ হয় নিষিদ্ধ আর কবি নজরুল গন্য হয় তাদের কাছে নাস্তিক হিসাবে ।

বাঙ্গালী মোল্লা মৌলানারা গুণ কীর্ত্তণ শুরুকরেন পাকিস্তানের কবি ইকবালে তাকে আল্লামা উপাধি দিয়ে রবীঠাকুর আর নজরুলের বিপরীতে দ্বাড় করাতে গিয়ে তার কবিতা বাংলায় রুপান্তরকরে আমাদের জাতিয় কবিকে আড়াল করার চেষ্টাকরা হয় । ৬৯,৭০‘র গণ আন্দোলন ৭১‘রমুক্তিযুদ্ধে কবি নজরুল ছিলেন আমাদের প্রেরনা ‘‘মোরা বিধাতার মত নির্ভীক মোর প্রদীপের মত সচ্ছ’’‘‘ ঐ নতুনের কেতন ওরে কালবৈশাখীর ঝড় তোরা সব জয়ধ্বনিকর ’’ ‘‘কারার ঐ লৌহ কপাট ভেংগেফেল কররে লোপাট ’’ কবি নিজে যেমন একজন সৈনিক লেখক ,প্রেমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ছিলেন তেমনিছিলেন সৈনিক ,দেশমাতার পবিত্রভুমিকে পাহাড়া দিয়েছেন এই কবি ,আহবান জানিয়েছেন তরুন সমাজকে ‘‘চল্ চল্ চল্ উর্দ্ধগগণে বাজে মাদল নিম্নে উতালা ধরনীতল --চল্ রে চল্রে চল্ ’’ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধবাদী কবি নিজ ধর্মের প্রতি যেমন অনুরাগিছিলেন অপরের ধর্মের প্রতি ছিলেন তেমনি শ্রদ্ধাশীল ।পরপারের কথা স্মরনকরে কবি বলেছেন ,

‘‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই ’’ শত সহস্র লেখালেখির মধ্যেও প্রতিদিন আযানের ধ্বনি শোনার বাসনাকে জানিয়ে ছিলেন তার কবিতায় ।প্রেমভালবাসা মানুষের জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ প্রেমভালবাসা যে মানুষের ভিতরে স্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে সে মানুষেরা শুধু মানুষের জন্য হুমকি নয় সারা সভ্য পৃথিবীর জন্য হুমকি সরুপ !আমাদের কবি মানুষকে প্রেম ভালবাসায় আপন করেছেন , হতাশাথেকে আশার আলো হাতে দিয়েছেন , নরকে করেছেন রাজা নারীকে করেছেন রানী ।‘‘মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল ’’কবি নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক বিকল্প শক্তি, দেশমাতার একঅনন্য সম্পদ। ১১ই জৈষ্ঠ ১৪১৬ বাংলাব্দে কবির ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে তাই বলতে হচ্ছে ,

সেদিন তুমি এসেছিলে তাই বাঙ্গালী জাতি জেগেছিল ,
তোমার গানে ও কবিতায় ৭১ এ যুদ্ধের দামামা বেজেছিল !
কবিতায় তুমি প্রেম দিয়ে ছিলে,তাই নারী এসেছিল জীবনে ।
তোমার গানে জাগে ভালবাসা , নেই তা আজ আর গোপনে !
কখনও কবি কিংবা প্রেমিক ছিলে, কখনো ভীমরুল !
শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, হয়েছ বিদ্রোহি কবি নজরুল !
যুদ্ধে যেতে তোমাকে স্মরি,প্রেমে ও তোমার গান !
তোমার কবিতায় সবকিছু পাই তাই তুমি অম্লান ।
হা.র.আজাদ